জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ত্রয়োবিংশ/২৩তম সভার কার্যবিবরণী

গত ৪-১০-৯২ইং (১৯-৬-৯৯ বাং) তারিখ রোববার বিকেল ২.০০ ঘটিকায় ডঃ এম এস ইউ, চৌধুরী, নির্বাহী সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ এবং সভাপতি, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি সম্মেলন কক্ষে কারিগরি কমিটির ২৩তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কারিগরি কমিটির সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ/বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে (তালিকা সংযুক্ত) নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটির ২২তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

কারিগরি কমিটির ২২তম সভার কার্যবিবরণী বিভিন্ন গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীসহ কারিগরি কমিটির সকল সদস্যের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। কার্যবিবরণী বিতরণের পর এ বিষয়ে কোন মন্তব্য বা আপত্তি আসেনি। তবে সভায় ডঃ নূর মোহাম্মদ মিয়া, মূখ্য বৈজ্ঞানিক অফিসার, বিআরআরআই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক জানান যে, কারিগরি কমিটির ২২তম সভার কার্যবিবরণীতে আলোচ্য বিষয়-৬ এ জাতীয় বীজ বোর্ডের জাত অনুমোদনের আবেদন পত্র ফরমে সংশোধনী আনয়নের জন্য গঠিত কমিটির একজন সদস্যের কর্মস্থলের বিবরণীতে কিছু ভুল রয়েছে, যা সংশোধনপূর্বক ২২তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করা যেতে পারে। ডঃ নূর মোহাম্মদ মিয়া, মূখ্য বৈজ্ঞানিক অফিসার, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিআরআরআই, গাজীপুর হিসেবে সংশোধন করা হয়। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে ২২তম সভায় কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটির ২২তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

কারিগরি কমিটির ২২তম সভা গত ১৩-১১-৯১ইং ও ৩০-১১-৯১ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ২২তম সভার গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় জনাব মোঃ নাজমুল হুদা, ব্যবস্থাপক, বীজ উৎপাদন (কঃ গ্রোঃ) বিভাগ, বিএডিসি, জানান যে উদ্ভাবিত নতুন জাতের নামকরণে বেশ অসুবিধে দেখা দিয়েছে। কেননা, এক ফসলের জাতের নামের সাথে অন্য ফসলের জাতের নামের প্রায়ই মিল থাকে। এ ব্যাপারে জনপ্রিয় নামের পাশাপাশি ইনস্টিটিউটের নামও থাকা দরকার। সভাপতি মহোদয় নতুন জাতের নামকরণের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য আগামী কারিগরি কমিটির সভায় একটি এজেন্ডা থাকা প্রয়োজন বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

এ যাবত যতগুলো জাত অনুমোদিত হয়েছে, সেগুলোর একটি তালিকা তৈরী এবং নামকরণের ব্যাপারে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে আহবায়ক করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ রাখার জন্য তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠনের সুপারিশ করা হয়। কমিটিতে অন্যান্য সদস্য হবেন ডঃ এম এম রশিদ, প্রকল্প পরিচালক, কন্দাল ফসল, বিএআরআই ও জনাব এম নাজমুল হুদা, ব্যবস্থাপক, বীজ উৎপাদন (কঃ গ্রোঃ), বিএডিসি। উক্ত কমিটি, কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় এ ব্যাপারে একটি প্রতিবেদন পেশ করবেন। বিস্তারিত আলোচনায় প্রকাশ পায় যে ২২তম সভায় গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত যথারীতি সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদগণকে জানানো হয় এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৮তম সভায় পেশ করা হয়। কারিগরি কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তাবায়নে উপস্থিত সদস্যগণ সন্তোষ প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক এ যাবত যতগুলো জাত অনুমোদন করা হয়েছে, সেগুলোর একটি তালিকা তৈরী এবং নতুন জাতের নামকরণের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সুপারিশ রাখার জন্য ১) পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী (আহবায়ক), ২) ডঃ এম এম রশিদ, প্রকল্প পরিচালক, কান্দল ফসল, বিএআরআই ৩) জনাব মোঃ নাজমুল হুদা, ব্যবস্থাপক, বীজ উৎপাদন (কঃ গ্রোঃ), বিএডিসি এই তিন জনের একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি, কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় এ ব্যাপারে একটি প্রতিবেদন পেশ করবেন।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত রোপা আউশের একটি জাত বিআর-২৬ (শ্রাবণী) এর অনুমোদন।

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত রোপা আউশের জাত বি,আর-২৬ (শ্রাবণী) এর অনুমোদনের বিষয়টি কমিটির সদস্য-সচিব জনাব মনির উদ্দিন খান, প্রধান বীজ প্রত্যয়ন অফিসার (ভারপ্রাপ্ত), সভায় উপস্থাপন করেন এবং সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদকে জাতটির বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরার জন্য আহবান জানান। ডঃ নূর মোহাম্মদ মিয়া, মূখ্য বৈজ্ঞানিক অফিসার, বিআরআরআই, উল্লিখিত জাতটির তথ্য তুলে ধরে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনায় অংশ নেন জনাব মোঃ নাজমুল হুদা, ব্যবস্থাপক বীজ উৎপাদন (কঃ গ্রোঃ), বিএডিসি জনাব মোঃ এনামুল হক, অতিরিক্ত পরিচালক (সরেজমিন), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং সভাপতি মহোদয়। জনাব মোঃ নাজমুল হুদা জাতটির সুপ্ততা এবং জীবনীশক্তির (Viability) কোনো উপাত্ত পরিবেশন করা হয়নি বলে জানান। তিনি এ যাবত জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ধানের যেসব জাতগুলো মাঠে রয়েছে, সেগুলো কি অবস্থায় আছে তা নিরুপণের জন্য অতীতে যে কমিটি গঠন করা হয়েছিলো, সে কমিটিকে তাদের কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য একটি তাগিদপত্র দেয়ার আহবান রাখেন। অন্যথায়, কমিটিকে আবার নতুন করে গঠন করার প্রস্তাব রাখেন।

অতঃপর বিস্তারিত আলোচনান্তে উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক বিআর-২৬ (শ্রাবণী) জাতটিকে চূড়ান্ত অনুমোদনদানের লক্ষ্যে জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বিআর-২৬ (শ্রাবণী) জাতের ধান চাষী পর্যায়ে চাষাবাদের অনুমোদনদানের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ পেশ করা হয়। তবে এর সুপ্ততা এবং জীবনীশক্তির উপাত্ত অবশ্য সরবরাহ করতে হবে। ধানের অনুমোদিত জাতগুলো মাঠে বর্তমানে কি অবস্থায় রয়েছে, তা নিরুপণের জন্য ইতিপূর্বে গঠিত কমিটিকে কাজ সম্পন্ন করার জন্য তাগিদপত্র দিতে হবে। কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিব এ ব্যাপারে একটি তাগিদপত্র জারী করবেন।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক সংগৃহীত আলুর জাত 'আইল্‌সা' এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক সংগৃহীত আলুর জাত আইল্‌সা এর অনুমোদনের বিষয়ে সভায় উপস্থাপন করা হলে এ জাতটির ওপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনায় অংশ নেন ডঃ এম এম রশিদ, প্রকল্প পরিচালক, কন্দাল ফসল, বিএআরআই। জনাব মোঃ এনামুল হক, অতিরিক্ত পরিচালক (সরেজমিন), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, জনাব মোঃ শরীফুর রহমান, মূখ্য আখ রোগতত্ত্ববিদ, ঈশ্বরদী সভায় জানান যে, জাতটির গুদামে সংরক্ষণ ক্ষমতা ভাল। সুতরাং জাত টিকে ছাড় করা যেতে পারে। জনাব জি এম মঈনুদ্দীন, বিএডিসি উল্লেখ করেন যে, এ জাতটির ফলন কম এবং জাতটি দীর্ঘ সুপ্ততাবিশিষ্ট। তাছাড়া, জাতটির গুদামজাত বিষয়ক কোন উপাত্ত পরিবেশন করা হয়নি, যা পরিবেশন করা দরকার। মাঠ মূল্যায়ন দলনেতা জনাব মোঃ এনামুল হক জানান যে স্বাভাবিক অবস্থায় এ জাতটি অধিক সুপ্ততাবিশিষ্ট বিধায় জাতটি ছাড় করা যেতে পারে। তবে এর রোগবালাই সম্বন্ধে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা দরকার। জাতটি যেহেতু প্রবর্তিত জাত, তাই হিমাগারে গোদামজাত করার ওপর আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার প্রয়োজন রয়েছে। যেহেতু দীর্ঘসুপ্ততাবিশিষ্ট আর কোন আলুর জাত আমাদের দেশে নেই, তাই জাতটি ছাড়করণের ব্যাপারে উপস্থিত সদস্যগণ একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বিএআরআই কর্তৃক সংগৃহীত আলুর জাত আইল্‌সা এদেশে চাষী পর্যায়ে চাষাবাদের লক্ষ্যে অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হয়। তাবে জাতটির গুদামজাতের ওপর প্রয়োজনীয় উপাত্ত অবশ্যই দাখিল করতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-৫ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত গমের দুটি জাত 'বি,এ,ডাব্লিউ-১৭১' (সাওগাত/নিশান) এবং বি.এ.ডাব্লিউ-৪৫২ (প্রতিভা/নূর) এর অনুমোদন।

বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত গমের দু'টি জাত 'বি.এ.ডাব্লিউ-১৭১' (সাওগাত/নিশান) এবং বি.এ.ডাব্লিউ-৪৫২' (প্রতিভা/নুর), এর অনুমোদনের বিষয়টি উপস্থাপন করা হলে বিষয়টি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনায় অংশ নেন সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ ডাঃ কাজী বেনজীর আলম, জনাব মোঃ নাজমুল হুদা, ব্যবস্থাপক, বীজ উৎপাদন (কঃ গ্রোঃ), বিএডিসি ও দলেনেতা জনাব মোঃ এনামুল হক, অতিরিক্ত পরিচালক (সরেজমিন), কৃষি সম্প্রাসারণ অধিদপ্তর। সদস্য-সচিব জনাব মনির উদ্দিন খান জানান যে, আলোচ্য জাতগুলো প্রচলিত জাতগুলো থেকে পার্থক্য করার জন্য পার্থক্যকরণ বা সনাক্তকরণ চিহ্ন নাই। পার্থক্যকরণ চিহ্ন ছাড়া জাত চিহ্নিতকরণ কাজ মাঠে সম্ভব হয় না বিধায় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী'র পক্ষে পার্থক্য করা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বিস্তারিত আলোচনান্তে জাত দু'টিকে সনাক্তকরণ চিহ্নসহ কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ সনাক্তকরণ চিহ্নসহ গমের জাত দু'টির অনুমোদনের বিষয়ে কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় পেশ করার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ৪ (চার) টি ইক্ষু জাত ঈশ্বরদী-২২, ঈশ্বরদী-২৩, ঈশ্বরদী-২৪, ঈশ্বরদী-২৫ এর অনুমোদন।

ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ৪টি ইক্ষুর জাতের অনুমোদনের বিষয়টি সদস্য-সচিব জনাব মনির উদ্দিন খান সভায় উপস্থাপন করেন। আখের চারটি জাতের উপর সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশ নেন জনাব মোঃ ইয়াসিন আলী, পরিচালক, এসআরটিআই, ডঃ নূর মোহাম্মদ মিয়া, মূখ্য বৈজ্ঞানিক অফিসার, বিআরআরআই ও জনাব মোঃ নজমুল হুদা, ব্যবস্থাপক, বীজ উৎপাদন (কঃ গ্রোঃ), বিএডিসি। ডঃ নূর মোহাম্মদ মিয়া জানান যে, প্রস্তাবিত আখের জাতগুলোর কোন অন-ফার্ম ট্রায়াল দেয়া হয়নি। এ ব্যাপারে পরিচালক, এসআরটিআই জানান, আখের অন-ফার্ম ট্রায়াল করা খুব অসুবিধেজনক। কারণ হিসেবে তিনি বলেন যে, যেহেতু ফসলটি দীর্ঘ মেয়াদী তাই এই দীর্ঘ সময়ে জাতটি চাষীর জমিতে আবাদ করা হলে চাষীর জমি হতে ফসল চুরি হয়ে যায় এবং ফলে উপাত্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। ফলশ্রুতিতে জাতটি রিলিজ হওয়ার পূর্বেই চাষীগণ নিজেদের প্রচেষ্টায় ইহা বিক্ষিপ্তভাবে আবাদ করতে থাকে। ফলে জাতটির অনুমোদন প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হয়। তাই এর অন্-ফার্ম ট্রায়াল করা হয়নি। তিনি আরও জানান যে ঈশ্বরদী-২২ জাতটি খরা, বন্যা ও জলবদ্ধতা সহিষ্ণু জাত। তাছাড়া, এই জাতটি আগাম পরিপক্ব জাত। ঈশ্বরদী -২৩ জাতটিও আগাম পরিপক্ব এবং মাঠে সহজে হেলে পড়ে না। ঈশ্বরদী-২৪ জাতটি জলাবদ্ধতাসহিষ্ণু এবং এর গুঁড়ের গুণগতমান অত্যন্ত ভাল। এই জাতের আখ চিবিয়ে খাওয়ার উপযোগী। ঈশ্বরদী-২৫ জাতটি বন্যাসহিষ্ণু এবং নদীর চর ও বন্যাপ্রবণ এলাকায় চাষাবাদের জন্য উপযোগী এবং লাল পচাঁ ও ডগা পঁচা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে উপস্থিত সদস্যগণ ঈশ্বরদী-২২ বন্যাসহিষ্ণু জাত হিসাবে, ঈশ্বরদী-২৪ জাতটি গুঁড় এবং খাওয়ার আখ হিসেবে এবং

ঈশ্বরদী-২৫ জাতটিকে গুঁড় এবং চিনির জন্য ভাল জাত হিসাবে বাংলাদেশে চাষাবাদের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ পেশ করে। তবে ভবিষ্যতে ইক্ষুর জাত অনুমোদনের ব্যাপারে মিল ফার্মে, প্রাগ্রসর চাষীর জমিতে এবং ইক্ষু গবেষণাগার ফার্মে 'অন-ফার্ম ট্রায়ালের' ব্যবস্থা করে উপাত্তসহ কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে। নতুন ফর্মের আলোকে বর্তমানে প্রস্তাবকৃত জাতগুলির তথ্য প্রদান করতে হবে। অন্যথায়, জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করা যাবে না।

সিদ্ধান্ত ঃ ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আখের জাত ঈশ্বরদী-২২, ঈশ্বরদী-২৪ এবং ঈশ্বরদী-২৫ জাত তিনটি চাষাবাদের লক্ষ্যে অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হয়। তবে নতুন ফর্মে পুণরায় সংশ্লিষ্ট জাতগুলোর জন্য আবেদন পত্র দাখিল করতে হবে। ভবিষ্যতে মিল ফার্মে, প্রাগ্রসর চাষীর জমিতে এবং ইক্ষু গবেষণাগারের ফার্মে 'অনফার্ম ট্রায়ালের' ব্যবস্থা করতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-৭ ঃ বিবিধ

ক) বীজ পরীক্ষাগারে জাতের বিশুদ্ধতা পরীক্ষায় জাতিগত মিশ্রণ পরীক্ষা এবং গুদামে রক্ষিত বীজের বেলায় লট সাইজ নির্ধারণ বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করা হলে সদস্য-সচিব মনির উদ্দিন খান জানান যে উল্লিখিত বিষয়ে অতীতে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল, কিন্তু সেই কমিটি বিষয়টির ওপর সুনির্দিষ্ট কোন রুপরেখা দেননি। অথচ এ ব্যাপারে একটি নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে বিষয়টির ওপর একটি প্রতিবেদন পেশ করার জন্য ৫- সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বীজ পরীক্ষাগারে জাতের বিশুদ্ধতা পরীক্ষায় জাতিগত মিশ্রণ পরীক্ষা এবং গুদামে রক্ষিত বীজের বেলায় লট সাইজ নির্ধারণের বিষয়ে ৫-সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় কমিটি এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন পেশ করবেন।

কমিটি ঃ-

১।	জনাব আ কা মু গিয়াস উদ্‌দীন মিল্‌কী পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	আহবায়ক
২।	ডঃ নুর মোহাম্মদ মিয়া মুখ্য বৈজ্ঞানিক অফিসার, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিআরআরআই	সদস্য
৩।	ডঃ এস বি সিদ্দিকী মূখ্যবৈজ্ঞানিক অফিসার, বিআরআরআই	সদস্য
৪।	জনাব জি এম মঈনুদ্দীন মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি	সদস্য
৫।	জনাব এম নজমুল হুদা ব্যবস্থাপক বীজ উৎপাদন (কঃ গ্রোঃ) বিভাগ, বিএডিসি	সদস্য

অতঃপর আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত করেন।

স্বাক্ষর-
(মনির উদ্দিন খান)
সদস্য-সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এবং
প্রধান বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা
বীজ অনুমোদন সংস্থা।

স্বাক্ষর- (ডাঃ এম.এস.ইউ চৌধুরী)
সভাপতি
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
এবং
নির্বাহী সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ।

৪-১০-৯২ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ২৩ তম সভায় সদস্য/কর্মকর্তাদের উপস্থিতির তালিকা

ক্রঃনং	নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান
১।	ডঃ কাজী বেনজির আলম প্রধান বৈজ্ঞানিক অফিসার এবং প্রকল্প পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) গম গবেষণা কেন্দ্র
২।	জনাব মোঃ আবদুল জব্বার সহযোগী ইক্ষু প্রযুক্তিবিদ (গ্রেড-১) ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
৩।	ডঃ এম.এ সামাদ মিয়া প্রধান উদ্ভিদ শরীরতত্ত্ববিদ ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
৪।	ডঃ এ. আউয়াল প্রধান ইক্ষু প্রজননবিদ (গ্রেড-১) ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
৫।	জনাব মোঃ শরীফুর রহমান প্রধান আখ রোগতত্ত্ববিদ, ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
৬।	জনাব এম এ রশিদ অতিরিক্ত প্রধান, ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
৭।	জনাব মোঃ ইয়াসিন আলী পরিচালক, ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
৮।	জনাব মোঃ আবদুল মোতালেব প্রধান বৈজ্ঞানিক অফিসার, পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট।
৯।	জনাব আ.কা.মু. গিয়াস উদ্দীন মিল্‌কী পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
১০।	ডঃ মামুনুর রশিদ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
১১।	জনাব জি এম মঈনুদ্দীন মহা ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি
১২।	জনাব মোঃ নজমুল হুদা ব্যবস্থাপক, বীজ উৎপাদন (কঃ গ্রোঃ) বিভাগ, বিএডিসি
১৩।	জনাব এম.এনামুল হক অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই
১৪।	ডঃ নুর মোহাম্মদ মিয়া মূখ্য বৈজ্ঞানিক অফিসার, বিআরআরআই